

23

**বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের  
প্রধান শিক্ষকদের প্রসঙ্গে**

শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ১৯৮০ সালে এদেশের অবহেলিত বেসরকারী কলেজ ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য একটি চাকরবিধি প্রণয়ন এবং সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের অনুরূপ বেতনক্রম নির্ধারণ করে তাদের মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। সে বেতনক্রমে ৮ বছর ও তদুর্ধ্ব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কলেজ শিক্ষক এবং এমএ/বিএবিএড ডিগ্রীধারী ১২ বছর ও তদুর্ধ্ব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের জন্য ১১৫০/- টাকা বেতনক্রম নির্ধারিত হয়। ১৯৮৫ সালে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন কলেজ শিক্ষকদের ১৪০০/- টাকা বেতনক্রমের আওতায় আনা হয়। কিন্তু স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের সম্পূর্ণ অযৌক্তিকভাবে ১১৫০/- টাকার স্কেলে রয়ে যান। ১৯৮৬ সালে নতুন জাতীয় বেতনক্রম প্রবর্তনের ফলে ঐ পর্যায়ের কলেজ শিক্ষকগণ ২৮০০/- টাকা এবং স্কুলের প্রধান শিক্ষকগণ ২৪০০/- স্কেলের অন্তর্ভুক্ত হন। বর্তমান সরকার প্রদত্ত সংশোধিত বেতনক্রমে উক্ত পর্যায়ে কলেজ শিক্ষকগণ ৪৮০০/- টাকা এবং প্রধান শিক্ষকগণ ৪১০০/- টাকা বেতনক্রমের আওতাভুক্ত হয়েছেন। ১৯৮০ সালে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত কারণে যে সম্মানিত শিক্ষকদের একই মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছিলেন ৯ বছরের বৈরশাসনকালে একচোখা নীতির ফলে একই পর্যায়ের কলেজের শিক্ষক এবং প্রধান শিক্ষকদের মধ্যে বেতনের পার্থক্য দাঁড়িয়েছে ৭০০/- টাকা।

ওধু তাই নয় ১৯৯১ সালে সরকারী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকগণ বৈর সরকার সৃষ্ট বৈষম্যের বিষয়টি সরকারের দৃষ্টিগোচর করলে সরকার সরকারী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের বেতনক্রম ১৪০০/- টাকা থেকে ২৮০০/- টাকার উন্নীত করেন এবং সংশোধিত বেতনক্রমে তা ৪৮০০/- টাকায় রূপান্তরিত হয়েছে। ঐ সময়ে গণতান্ত্রিক সরকারের হাতে যুক্তিসঙ্গত কারণেই বেসরকারী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকগণ ২৮০০/- টাকা বেতনক্রমের অন্তর্ভুক্ত হতে পারতেন। কিন্তু তা হননি।

পাকিস্তানী আমল, এমনকি ব্রিটিশ আমলেও কলেজের সিনিয়র অধ্যাপক ও স্কুলের প্রধান শিক্ষকগণ সমমর্যাদা এবং বেতনক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ব্যতিক্রম হল এরশাদী আসলে এবং তার জের চলেছে গণতান্ত্রিক সরকারের আমলেও বিগত ৮ বছর ধরে বেসরকারী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকগণ পতিত হয়েছেন এক নিদারুণ বঞ্চনার শিকারে। এতে তাদের মনে পেশার প্রতি বিতৃষ্ণা এবং কর্তৃপক্ষের প্রতি ক্ষোভের সঞ্চার হওয়াই স্বাভাবিক। তাই অবিলম্বে স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের কলেজের সহকারী অধ্যাপকদের সমতুল্য বেতনক্রমের অন্তর্ভুক্ত করে বঞ্চনার অবসান ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার জন্য মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

সুমিতা তানখীলা

গ্রাম/ডাক : ককিরহাট।

জেলা : বাগেরহাট।